গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
www.bba.gov.bd

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৮ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
তারিখ : ২৩/১০/২০১৯ খ্রি:
সময় : দুপুর ০২:০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-'ক'

সভার প্রারম্ভে সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ১০৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ১০৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। ১০৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ১০৭তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গত ৩১.০৫.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করেন।

আলোচ্যসূচি-৩ : "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা-২০১৯" এর খসড়া অনুমোদন

এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, কর্তৃপক্ষের ১০৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে শিক্ষা বৃত্তি সর্বোচ্চ ২ (দুই) সন্তানের জন্য ১০,০০০.০০ টাকা (প্রতি সন্তানের জন্য ৫,০০০.০০ টাকা) প্রদানে এবং দাফন-কাফন বা সৎকারের জন্য এককালীন অনুদানের পরিমাণ ২৫,০০০.০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০,০০০.০০ টাকা নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া যায়। বর্ণিত আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট জারীর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে উক্ত বিভাগ হতে নীতিমালা প্রণয়ন করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সেতু বিভাগ হতে গেজেট জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করে। সে মোতাবেক 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা-২০১৯' শীর্ষক প্রস্তুতকৃত খসড়া সভায় উপস্থাপন করেন। সদস্যবৃন্দ উপস্থাপিত খসড়া নীতিমালা সভায় পর্যালোচনা করে অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা-২০১৯' শীর্ষক খসড়া নীতিমালাটি অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি ৪ : "প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০১৯" এর খসড়া অনুমোদন

এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর বিষয়ে কোন নীতিমালা নেই। বর্তমানে নির্বাহী আদেশবলে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর ন্যায় নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকেও পুনর্বাসন করা হচ্ছে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করবে। তাই নির্মিত, নির্মাণাধীন ও ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সকল প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সমন্বিত খসড়া নীতিমালা সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বলেন যে, নীতিমালাটি অধিকতর পর্যালোচনা প্রয়োজন। আলোচনান্তে খসড়া নীতিমালাটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন "প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০১৯" অনুমোদন করা হলো। নীতিমালাটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৫ (ক): নির্ধারিত ঠিকাদারের পরিবর্তে নতুন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ১০৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান SAMWHAN - Mir Akhter JV এবং TCEL-NDE JV এর মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দেখা যায় যে, নির্ধারিত ঠিকাদার কর্তৃক প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট নির্মাণ মূল্য বিবিএ'র প্রোসপেক্টাসে ঘোষিত দরের চেয়ে অনেক বেশী। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত আর্থিক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে কর্মচারীদের পক্ষে এর ব্যয়ভার বহন করা কষ্টকর হবে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য আগ্রহী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে প্রস্তাব চাওয়া হয় এবং মূল্যায়নে সর্বনিম্ন দরদাতা ক্যাসেল কন্সট্রাকশন কোম্পানী লি: এর সাথে ২৩-০৬-২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'সি' ব্লকে ২টি ভবন নির্মাণে ৫৪.৪৭ কোটি টাকা এবং 'ডি' ব্লকে ১টি ভবন নির্মাণে ৪০.১৫ কোটি টাকা দর চূড়ান্ত করা হয়। পূর্বে নির্ধারিত ২টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত দর থেকে 'সি' ব্লকে ২টি এবং 'ডি' ব্লকে ১টি ভবন নির্মাণে যথাক্রমে ১৩.৭৯ কোটি এবং ৮.৬২ কোটি টাকা কম ব্যয় হবে। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। চুক্তিটি পর্যালোচনান্তে তা অনুমোদনের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারীদের জন্য রিসেটেলমেন্ট ভিলেজে 'সি' ব্লকে ২টি এবং 'ডি' ব্লকে ১টি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সর্বনিম্ন দর উদ্ধৃতকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ক্যাসেল কন্সট্রাকশন কোম্পানী লি: এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রটি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৫ (খ): আবাসন প্রকল্পে ফ্ল্যাট বরাদ্দের আওতা বৃদ্ধিকরণ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ১০৭তম বোর্ড সভায় মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/কমিটিকে ফ্ল্যাট বরাদ্দ এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (ডিইই) পিপিপি প্রকল্পের শুধুমাত্র স্থায়ী কর্মচারীদেরকে ফ্ল্যাট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পসমূহে প্রেষণে নিয়োজিত ০১ থেকে ০৯ গ্রেডভুক্ত স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে তারা বরাদ্দপ্রাপ্ত ফ্ল্যাটের ১ম কিস্তির ডাউন পেমেন্টের অর্থ পরিশোধ করেছেন। এ সকল কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এছাড়া ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি জড়িত প্রকল্পে নিয়োগ প্রাপ্তদের আবাসনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত এবং 'ডি' ব্লকে নির্মিতব্য ভবনে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা যাবে মর্মে জানান। সদস্যবৃন্দ উত্থাপিত বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১. ১০৭তম বোর্ড সভার ৩.৪ (ক) নং সিদ্ধান্তের (১০) নং ক্রমিকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োজিত ১-৯ গ্রেডভুক্ত স্থায়ী কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হলো; এবং

২. ১০৭তম বোর্ড সভার ৩.৪ (ক) নং সিদ্ধান্তের (৬) নং ক্রমিকে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৫ (গ): আবাসন প্রকল্পে কর্মচারীদের গ্রেড অনুযায়ী ফ্ল্যাটের আয়তন ও প্রাপ্যতা নির্ধারণ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর ও প্রকল্পের স্থায়ী কর্মচারীদের জন্য নির্মিতব্য ফ্ল্যাট দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৮ এর ৪.৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড অনুযায়ী গ্রস এরিয়া হিসেবে ফ্ল্যাটের সাইজ ০১-০৯ গ্রেডের জন্য ১,৫০০ বর্গফুট, ১০-১৪ গ্রেডের জন্য ১,২০০ বর্গফুট এবং ১৫-২০ গ্রেডের জন্য ১,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট হবে।

এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সুপারভিশন কনসালটেন্ট 'ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্ট' (ডিডিসি) কর্তৃক দাখিলকৃত ডিজাইন অনুযায়ী ফ্ল্যাটের সাইজ ০১-০৯ গ্রেডের জন্য ১,৫৪৪ (কম-বেশি) বর্গফুট, ১০-১৪ গ্রেডের জন্য ১,২৬২ (কম-বেশি) বর্গফুট এবং ১৫-২০ গ্রেডের জন্য ১,০৪৮ (কম-বেশি) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট হবে। কর্মচারীদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফ্ল্যাট বরাদ্দের আবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১০-১৪ গ্রেডের এবং ১৫-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের নিকট থেকে যথাক্রমে ৩৬টি এবং ৩৩টি আবেদন পাওয়া গেছে। এ আবেদনে ১৫-২০ গ্রেডের কর্মচারীবৃন্দ ১,০৪৮ বর্গফুট আয়তনের পরিবর্তে ১,২৬২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করে। স্বল্প সংখ্যক কর্মচারীর জন্য ভিন্ন সাইজের পৃথকভাবে দু'টি ভবন নির্মাণ করা হলে অর্থের অপচয় ঘটবে। তাই ১০-১৪ গ্রেড ও ১৫-২০ গ্রেড দু'টি একীভুত করে ১,২৬২ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের সংস্থান করা হলে আর্থিক সাশ্রয়সহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সহজতর ও ত্বরান্বিত হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

কর্মচারীদের বেতন স্কেলের গ্রেড অনুযায়ী গ্রস এরিয়া হিসেবে ফ্ল্যাটের সাইজ ০১-০৯ গ্রেডের জন্য ১,৫৪৪ বর্গফুট (কম-বেশি) এবং ১০-২০ গ্রেডের জন্য ১,২৬২ বর্গফুট (কম-বেশি) আয়তন বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৫ (ঘ): আবাসন প্রকল্পের ডাউন পেমেন্ট কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ

এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর ও প্রকল্পের স্থায়ী কর্মচারীদের জন্য নির্মিতব্য ফ্ল্যাট দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৮' এর ৭.২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য আবেদনকারী কর্মচারীগণকে ফ্ল্যাটের মোট মূল্যের সর্বনিম্ন ২০% অর্থ ডাউন পেমেন্ট বাবদ ০৪(চার)টি কিস্তিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত হিসাবে জমা দিতে হবে। ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের মূল্য প্রাথমিকভাবে ২,৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়। সে হিসাবে ১৫০০ বর্গফুট ও ১২০০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের মূল্য দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭.৫০ লক্ষ এবং ৩০.০০ লক্ষ টাকা।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৫৪৪ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট ও ৫১৪.০৪ বর্গফুট পোডিয়াম (গ্যারেজ ও কমন স্পেস)সহ মোট ২০৫৮.০৪ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের মূল্য ৪৮.৬৮ লক্ষ (কম-বেশী) টাকা (প্রতি বর্গফুট ২,৩৬৫/- টাকা) এবং ১২৬২ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট ও ২৯১.৮৮ বর্গফুট (কমন স্পেস)সহ মোট ১৫৫৩.৮৮ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের মূল্য ৩৫.৮৯ লক্ষ (কম-বেশী) টাকা (প্রতি বর্গফুট ২৩১১/-) হতে পারে। ফ্ল্যাটের আয়তন বৃদ্ধিজনিত কারণে ফ্ল্যাটের মোট মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী বর্ধিত মূল্যের উপর ডাউন পেমেন্টের কিস্তি গ্রহণ করা হলে বরাদ্দ প্রাপ্তদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ৪-৫ লক্ষ টাকা আদায় করতে হবে, যা পরিশোধ করা কর্মচারীদের জন্য কষ্টকর হবে। তাই নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী ফ্ল্যাটের প্রাথমিক অভিহিত মূল্যের উপর ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করার বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে সদস্যগণ এতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য আবেদনকারী কর্মচারীগণকে প্রোসপেক্টাসে উল্লিখিত ফ্ল্যাটের মোট প্রাথমিক অভিহিত মূল্যের সর্বনিম্ন ২০% অর্থ ডাউন পেমেন্ট বাবদ ০৪ (চার)টি কিস্তি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে জমা প্রদানের প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৬: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সম্পত্তি বিশেষ ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী পুকুর, কৃষি জমি, বিলবোর্ড, প্রবেশপথসহ অন্যান্য স্থাপনা ৩ (তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়ে আসছে। তবে বিশেষ বিবেচনায় বছর বছর নবায়ন সাপেক্ষে নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী, গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক, সামিট কমিউনিকেশন, রেস্ট হাউজ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ফুড কর্নার-এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশিকার ৪.১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতি বছর নবায়ন সাপেক্ষে ইজারার মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের অধিক হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে ইতোপূর্বের ইজারাকৃত জমি/স্থাপনার বরাদ্দ/চুক্তিপত্র ভুতাপেক্ষ অনুমোদনসহ নির্দেশিকার ৪.১ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ৫ (পাঁচ) বছর করার বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোপূর্বে ইজারা প্রদানকৃত জমি/স্থাপনার বরাদ্দ/সম্পাদিত চুক্তিসমূহের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হলো;

এবং

২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সম্পত্তি বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে শর্তসাপেক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৭: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবন এলাকার ৫৬.৬৮ শতাংশ (কম/বেশী) খালি জমিতে নতুন ভবন নির্মাণ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে বাসেকের জনবল ২৩৪ জন। ইতোমধ্যে নতুন ১৫২ জন জনবল অনুমোদিত হওয়ায় মোট জনবলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৬ জন। বর্তমান সেতু ভবনে নতুন জনবলের জন্য দপ্তর ও বসার সংস্থান নেই। সেতু ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে সেতু বিভাগের দখলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪৪.৬৮ শতাংশ খালি জমিতে সেতু কর্তৃপক্ষের আনছার ক্যাম্প, রেস্টুরেন্ট এবং গাড়ী পার্কিং করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উক্ত খালি জমি সংলগ্ন আরও ১২ শতাংশ জমিসহ মোট ৫৬.৬৮ শতাংশ (কম/বেশী) জমি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। দু'টি বেজমেন্ট ব্যতীত মোট ১২ (বার) তলা (প্রতিটি তলা ৮৫০০ বর্গফুট আয়তনের) ভবনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১২৬.১৮ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের ব্যয় সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা হবে। উপস্থাপিত প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবন এলাকার প্রস্তাবিত ৫৬.৬৮ শতাংশ (কম/বেশী) খালি জমিতে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে দু'তলা বিশিষ্ট বেজমেন্ট ছাড়া ১২ (বার) তলার (কম/বেশী) একটি নতুন ভবন নির্মাণের বিষয়টি অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৮, বিবিধ-১: মুক্তারপুর সেতু এলাকায় বিসিকের জন্য ভবন নির্মাণ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) নির্মাণের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার পঞ্চসার মৌজায় বিসিকের মোট ৮৪.৭৯ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমিতে বিসিকের একটি দ্বিতল ভবন ছিল। অধিগ্রহণের নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভবনের ক্ষতিপূরণের অর্থ বিসিককে পরিশোধ করা হয়। অধিগ্রহণসূত্রে সেতু কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ভবনের মালিক হলেও ভবনের কিছু অংশ বিসিকের জমিতে রয়ে যায়। কিন্তু অধিগ্রহণের পর ভবনটি না ভেঙ্গে বর্তমানে সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অপারেটরের জনবলের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ বিষয়ে গত ০৩-০৮-২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বিসিকের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) বিসিকের জমির যে অংশে ভবন রয়েছে, সে জমিসহ ভবন সংলগ্ন খালি জায়গা হতে কম-বেশী ৭ (সাত) শতাংশ জমি বিসিক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তর করবে। বিসিক উক্ত জমির কোন মূল্য বা ক্ষতিপূরণ পাবে না;

(খ) বাসেক বিসিকের জমিতে একটি দ্বিতল অফিস ভবন নির্মাণ করে দিবে। অফিস ভবন নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় বাসেক বহন করবে;

(গ) বর্ণিত বিষয়ে বাসেক ও বিসিকের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে; এবং

(ঘ) আলোচ্য বিষয়ে বাসেক বোর্ড সভার অনুমোদন গ্রহণ এবং সরকারের প্রচলিত নিয়ম প্রতিপালন করতে হবে।

উপস্থাপিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সদস্যগণ বিষয়টি অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বিসিকের জমি হস্তান্তর বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বিসিকের মধ্যকার ০৩-০৮-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে অনুমতি প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৮, বিবিধ-২: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সম্পত্তি ইজারা প্রদান কমিটি পুনর্গঠন

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৪.১৪ অনুযায়ী ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে সেতু কর্তৃপক্ষের সাইট অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী পরিচালক (এস্টেট)/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী সম্পত্তি ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে ৫ নং সদস্য 'সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী' এর পরিবর্তে 'সংশ্লিষ্ট সাইট/ সদর দপ্তরের নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী' এবং ৬ নং সদস্য 'সংশ্লিষ্ট সাইট অফিসের সহকারী প্রকৌশলী' এর পরিবর্তে 'সাইট অফিসের এস্টেট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা' অন্তর্ভুক্ত করে ইজারা প্রদান কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে সদস্যগণ এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সম্পত্তি ইজারা প্রদান কমিটির ৫ নং সদস্য 'সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী' এর পরিবর্তে 'সংশ্লিষ্ট সাইট/ সদর দপ্তরের নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী' এবং ৬ নং সদস্য 'সংশ্লিষ্ট সাইট অফিসের সহকারী প্রকৌশলী' এর পরিবর্তে 'সাইট অফিসের এস্টেট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা' অন্তর্ভুক্ত করে ইজারা প্রদান কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৮, বিবিধ-৩: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ২,১৫৮.৫৩ একর জমি ব্যবহার অধিকার সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিগ্রহণকৃত জমিতে দুগ্ধ, দুগ্ধজাত পণ্য, গরু-মহিষ-ছাগলের মাংস উৎপাদন ও প্রাণী প্রজননের জন্য একটি আধুনিক কম্পোজিট মিলিটারি ফার্ম স্থাপন এবং সেনাসদস্যদের বহিরাঙ্গন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৩,৭৫৫ একর জমি ব্যবহারের সুবিধা চেয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য বিবিএ কে অনুরোধ করে। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের পর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদীশাসনের পর অধিগ্রহণকৃত ২,১৫৮.৫৩ একর জমিতে জীববৈচিত্র (Bio-diversity) সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের স্বার্থে কম্পোজিট মিলিটারি ফার্ম স্থাপনে জমি ব্যবহারের প্রস্তাবটি যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী। প্রস্তাব অনুযায়ী জমিতে উন্নত জাতের গরু-মহিষ-ছাগলের খামার তৈরী করা হবে, যা থেকে দুধ ও মাংস উৎপাদন হবে। উৎপাদিত দুধ ও মাংস বাজারজাত করা হবে। এর ফলে দেশের মানুষের আমিষের ঘাটতি পূরণ হবে। এ বিষয়ে সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, বর্ণিত প্রকল্পে যদি সরকারের রাজস্ব খাত হতে অর্থায়ন করা হয়, তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত ২,১৫৮.৫৩ একর জমি ব্যবহার অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে সদস্যগণ সম্মতি প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মোট অধিগ্রহণকৃত জমি হতে ২,১৫৮.৫৩ একর জমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার অধিকার প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে বিবিএ'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)
মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ